একমাত্র পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস

সিনে প্রোডিউসার্সের

—দ্বিতীয় নিবেদন—

মায়ের ডাক

বাপের ডাক

কাহিনী :—চাঁদমোহন চক্রবর্তী

কাহিনী অবলম্বনে :—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান :—বিজয় গুপ্ত

পরিচালনা :—সুকুমার মুখোপাধ্যায়

আলোক শিল্পে :—রামানন্দ সেন

শিল্প নির্দেশনা :—হরি ভট্টাচার্য্য

সুরশিল্পী :—সত্যদেব চৌধুরী

শব্দানুলেখনে :—ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা :—অনন্ত পাল

আবহ সঙ্গীত :—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সহকারীগণ :

পরিচালনায় :—পশুপতি ভাদুড়ী, পরেশ দেব

আলোক চিত্রে :—বীরেন শীল

শব্দানুলেখনে :—কৃষ্ণা সিং

ব্যবস্থাপনায় :—সুধাংশু

সম্পাদনায় :—সদানন্দ রায় চৌধুরী, দেবব্রত গাঙ্গুলী

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

ভূমিকায় :

অভি ভট্টাচার্য্য, অনুভা গুপ্তা, উমা মুখার্জি, প্রশান্ত দে, ডাঃ হরেন, মঙ্গল চক্রবর্তী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ফণী রায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, কুমার মিত্র, কেষ্ট দাস, সুনীল বোস, জীবন মুখোপাধ্যায়, বিজন মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার টুটুল, রেবা, বেবী, মনোরমা, কল্পনা প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্ : ৭৬।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মায়ের ডাক

গল্পাংশ

কমলপুরের জমিদার বৃদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নিষ্ঠাবান হয়েও খুব উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রজা বেহারী যখন বিপত্নীক হল, তখন স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ জমিদার তাঁর ছেলে রামনাথ ও মেয়ে মাধুরীকে এনে নিজের সংসারে রেখে মানুষ করতে লাগলেন। একে প্রজা তায় জাতে নমঃশূদ্র। গ্রামের উঁচু নীচু সবায়ের কাছে এ ব্যাপারটা যেমন দৃষ্টিকটু ঠেকল, তেমনি চক্ষুশূলও হল। গ্রামের কবিরাজ গোকুল এই নিয়ে বেশ জোঁট পাকানো সুরু করে দিলে।

বি, এ পাশ করে আই, সি, এস পড়তে রামনাথ যেদিন বিলেত গেল, সেদিন গোকুল কবিরাজের দলের সবাইয়ের আর হিংসের সীমা পারিসীমা রইল না।

জাহাজে রামনাথের সঙ্গে অজিত নামে একটি ছেলের আলাপ হোল, সেও আই, সি, এস পরীক্ষার্থী। অজিতের চরিত্রটি একটু বিভিন্ন ধরণের। ক্রমশ গভীর ভাবে মেলা মেশায় রামনাথ যেমন আন্তরিক ভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হোল, তেমনি পরিচয়ও পেল তার। অজিতের বাবা ছিলেন একজন দেশসেবক ও কর্ম্মী, সরকারের কোপে পড়ে জেল খাটতে-খাটতে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যারিষ্টার মিঃ নাগের অজিতের বাবার সঙ্গে মতান্তর থাকলেও তিনি স্নেহপরবশ হয়ে অজিতকে নিজের কাছে নিয়ে এসে

মানুষ করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছে অজিত আই, সি, এস পাশ করে ফিরে এলে তিনি একমাত্র কন্যা রমলার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়েই অজিতকে আই, সি, এস পড়তে আসতে হয়েছে।

এদিকে দেশে গরীব দুঃখীর চিকিৎসাভাব দেখে জমিদার গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কমলপুর সেবাশ্রম নাম দিয়ে একটি হাসপাতাল খুললেন। কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার এলো নাম অমরনাথ। ছেলেটি কর্ম্মী ও উৎসাহী। মাধুরী ও অমরনাথ দুজনে হাসপাতালের কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের নিয়োগ করলে। গোকুল কবিরাজের এতে স্বার্থে ঘা পড়লো সে জমিদারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য গোপনে আন্দোলন সুরু করলে।

ইতি মধ্যে অজিত বিলেতের Aviation Clubএর সভ্যভুক্ত হয়েছে। রামনাথের এসব পচ্ছন্দ হয় না। একে উপলক্ষ্য করে সে মাঝে মাঝে হাসে। অজিত কিন্তু গ্রাহ্য করে না, বলে এ তুমি জেনো রামনাথ, এমন একদিন আসবে যেদিন তোমার সগৌরবে পাশ করা আই, সি, এস বিদ্যে কোন কাজেই লাগবেনা। দেশকে, জাতকে বাঁচাতে হলে এই বিদ্যেই কাজে লাগবে।

ক্রমে আই, সি, এস পড়ার মেয়াদ শেষ হোল। খবর বেরুলে দেখা গেল দুজনেই পাশ করেছে। দেশে ফেরবার সব ঠিক এমন সময় যুদ্ধ বেধে সব ওলোট পালোট হয়ে গেল।

রামনাথের আই, সি, এস পাশ ও দেশে ফেরার খবর পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই যুদ্ধের সংবাদে সংবাদ পত্রগুলি তৎপর হয়ে উঠল। ভেবে ভেবে গোবিন্দ

জানতে পারলে। সুখ্যাতি শুনলে কার না আনন্দ হয়, তবু রমলার মনটা দুশ্চিন্তায় ভরে রইল।

একদিন রাত্রে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে অজিত ভীষণ ভাবে আহত হোল। সংবাদ পেয়ে রামনাথ হাসপাতালে দেখা করতে এলো—অজিতের জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাপিত প্রায়। মরবার আগে অজিত রামনাথের দুটি হাত ধরে অনুরোধ করে গেল, বললে, পরের গোলামী করে জীবনটাকে নষ্ট করিস্‌নি, দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিস্‌ আর রমলাকে জীবনের সঙ্গী করে নিস্‌—বিয়ে করিস—আর আমার সুটকেশটা পৌছে দিস—ওর ভেতর চিঠি ও রমলার নেকলেস আছে।

অনেক চেষ্টায় ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি ভারতগামী জাহাজ পেয়ে রামনাথ ফিরে এলো।

অজিতের স্যুটকেশে দুখানা চিঠি ছিল। একটি চিঠিতে সে রমলার সঙ্গে রামনাথের বিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছে মিঃ নাগকে—আর একটি চিঠিতে সে রমলাকে নিজেই অনুরোধ করেছে—লিখেছে রামনাথের মধ্যে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে।

অবশেষে মৃত বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও মিঃ নাগের মিনতিকে এড়াতে না পেরে রামনাথ রমলাকে বিয়ে করল। রামনাথের মত রমলাও প্রথমে মত দিতে পারেনি কিন্তু যখন বারবার করে তার কানের কাছে অজিতের চিঠির "কথাগুলো" রামনাথের মাঝে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে বাজতে লাগলো, তখন রাজী হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর রহিল না। বিয়ের পর মৃত অজিতের "গোলামী করে জীবনটা নষ্ট করিস না" কথাগুলো মনে করে রামনাথ চাকরী করতে যেতে রাজী হয়নি, কিন্তু মিঃ নাগের পুনঃ পুনঃ তাগাদা ও অনুরোধে পড়ে সে শেষে চাকরীতে যোগদান করলে।

অসুখে পড়লেন। গোকুল কবরেজ রটিয়ে বেড়াতে লাগলো জার্ম্মানীর বোমায় রামনাথের জাহাজ ধ্বংশ হয়ে গেছে।

যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই সমিতির নিয়মানুযায়ী অজিতকে যুদ্ধে যোগদান করতে হোল দু একটি বিমান আক্রমণ সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিহত করলে। দেশ বিদেশের কাগজে তার নাম ও ছবি বেরুল। খবরটা খবরের কাগজ মারফৎ মিঃ নাগের গোচর হোল, রমলাও

কয়েকদিন পরেই একদিন হঠাৎ রাত্রে সে ফিরে এলো। বিস্মিত মিঃ নাগ জিজ্ঞাসা করলেন ফিরে এলে যে! রামনাথ জবাব দেয় চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। কেন? মানুষের আত্মসম্মান যেখানে কোনরকমে বুকে হেঁটে বাঁচে, সেখানে আমার মত লোকের পোষাবে না।

একে কেন্দ্র করে বেশ বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়ে গেল। রামনাথ বলেন, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, আপনার মেয়ের যদি—মিঃ নাগ ধৈর্য্যহারা কণ্ঠে বলে উঠলেন আমার মেয়ে—সে যাবে সেই বুনো পাড়াগাঁয়ে!

রামনাথ সরাসরি রমলার মত জানতে চাইলে। লজ্জায় দুঃখে ম্রিয়মান রমলা চুপ করে রইল, না পারলে বাবার পক্ষ নিতে না পারলে রামনাথের পক্ষ নিতে। জবাব না পেয়ে রামনাথ বেরিয়ে গেল। এদিকে অসুস্থ হয়েও গোবিন্দ গ্রামের সংস্কার কার্য্যের কথা ভোলেন নি। তার জন্যে বেহারীকে নিযুক্ত করেছেন। গ্রামের পুষ্করিণীর পানা তোলা হচ্ছে। এই পানা তোলাকে উপলক্ষ্য করে এবং গোকুলের ভাগনে পরেশের স্কুলের চাকরীতে জবাব দেওয়াকে কেন্দ্র করে হেডমাষ্টারের সঙ্গে গোকুলের কলহ হোল। গোকুল হেডমাষ্টারের নামে মিথ্যে চুরির অভিযোগ দাখিল করে তাকে হাজতে পাঠাবার জন্যে দারোগার শরনাপন্ন হলেন।

হেডমাষ্টারকে গ্রেপ্তার করতে দারোগা স্কুলে এলেন, হাতকড়া পরাতেই ছেলেরা বিদ্রোহী হয়ে ইঁট ছুড়তে সুরু করলো। বিপর্য্যস্ত দারোগা হুকুম দিলেন চালাও লাঠি।

হেডমাষ্টারকে এমনি ভাবে বিপন্ন করার সংবাদ পেয়ে বেহারী মাধুরী ও অমরনাথ জামিন দেবার জন্য অকুস্থলে উপস্থিত হল। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশের বেপরোয়া লাঠির এক ঘা বেহারীর মাথায় পড়ল—তিনি আহত ও অচৈতন্য হয়ে ভূশয্যা গ্রহণ করলেন।

ঠিক সেই সময় রামনাথ এসে ঢুকলো। ট্রেন থেকে নেমে বাড়ী ফেরবার পথে গোলমাল শুনে এগিয়ে এসে সে দেখে তারই বাবা আহত।

মিলন হলো পিতা পুত্রে—স্নেহপ্রবণ গোবিন্দ আবার রামনাথকে পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কমলপুরে ফিরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে রামনাথ দেশের কাজে মন নিয়োগ করলে। কমলপুর বিদ্যাপীঠ নাম দিয়ে তারই অধ্যাপনা ও তত্ত্বধানে নিযুক্ত হল।

ইতি মধ্যে রমলার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কাছে নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির বোঝা পড়া করবার জন্যে মিঃ নাগ রমলা ও তার নাতিকে নিয়ে কলিকাতায় এলেন।

এর পরই প্রশ্ন ওঠে রমলা ও রামনাথের মিলন হল কি! ঘটনার আবর্ত্তন ও রূপালী পর্দ্দায় চিত্র-রূপায়ন চিত্রানুরাগীদের কাছে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবে।

সঙ্গীতাংশ

রমলার গান ঃ

সাগরপারের ডাক এসেছে কে দিয়েছে হাতছানি।
কে পরাবে তোমার গলায় দিগ্বিজয়ের মালাখানি॥
সেই সুদূরে তোমার লাগি'
বন্দনা গান রয় যে জাগি'
বাতাস আজ সেই বারতা করে কেবল কানাকানি
আমার মনের মনিকোঠায় নানান রঙের আলপনা
বারে বারে আঁকে নানা রঙের কল্পনা
সাজাই তোমায় মনে মনে
আলোছায়ার কুসুম বনে
তোমায় পাওয়ার স্বপন আমার সফল হবেই জানি॥

মাধুরীর গান

আমি বনমালা হয়ে রব তব গলে
অধরে হইব বাঁশরি।
তব বরণের মাধুরী আঁকিব মেদুর আকাশ পাশরি।
আমি ফুলরেণু হয়ে কদমের তলে
তব পদতলে রব কুতূহলে
তোমার দেহের সুরভি হইয়া বাতাসে রহিব ভরি।
আমি নূপুর হইব তব শ্রীচরণে
যবে যাবে অভিসারে
রুনুঝুনু রবে বাজিব কেবলি
সুমধুর ঝঙ্কারে
বেণুবনে আমি হয়ে রব বেণু
তোমার লাগিয়া হব গোঠে ধেনু
তোমার বাঁশিতে ভুবন ভরিয়া
ছড়াব সুর-লহরী॥

মাধুরীর গান

কনক চাপার বনে।
মনখানি মোর হারিয়ে গেছে
চৈত্র হাওয়ার সনে॥
হয়ত কোথা চাঁপাফুলে
সুবাস হয়ে আছে ভুলে
হয়ত আছে বিভোর হয়ে মধুর স্বপনে॥
ভেবেছিনু মনখানি মোর দিব তাহারে
যে চেয়েছে বারে বারে
চিরদিনের নীরবতা
মুখর হয়ে কইত কথা
জানাজানি হ'ত তখন দোঁহার মনে মনে॥

নেপথ্যে ঃ

মনে মনে আঁকা
মনে মনে আঁকা
স্বপনের ছবি মুছে গেল কি গো হায়।
কে জানিতো তুমি নিলে যে বিদায়
হবে সে চিরবিদায়, হবে সে চিরবিদায়
হায়— আজ তুমি আছ কোথা কত দূরে
মরণ সাগর পারে
স্বপনের ঢেউ নয়নের কূলে
কেঁদে উঠে বারে বারে
হায়— আজ মনে হয় মানুষের প্রেম,
কত ভীরু কত অসহায়
কত ভীরু কত অসহায়॥
আগেতে বুঝিনি
নিয়তি এত নিঠুর
বোঝেনা বেদনা শোনে না মিনতি
বিরহ ব্যথা বিধুর
বিরহ ব্যথা বিধুর
আঃ—মিলন লগন না আসিতে মোর
নিবেছে দীপের আলো
চিরদিন মোরে কাঁদাতে বুঝিগো—
দুদিন বেসেছো ভালো
তুমি, এ জীবনে আর ফিরিবে না প্রিয়
এ জীবনে আর ফিরিবে না প্রিয়
কাঁদে হিয়া একি দায়
মনে মনে আঁকা
মনে মনে আঁকা
স্বপনের ছবি, মুছে গেল কি গো হায়॥

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড
হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত। [মূল্য ৵০ আনা

প্রাইমার পরিবেশনে

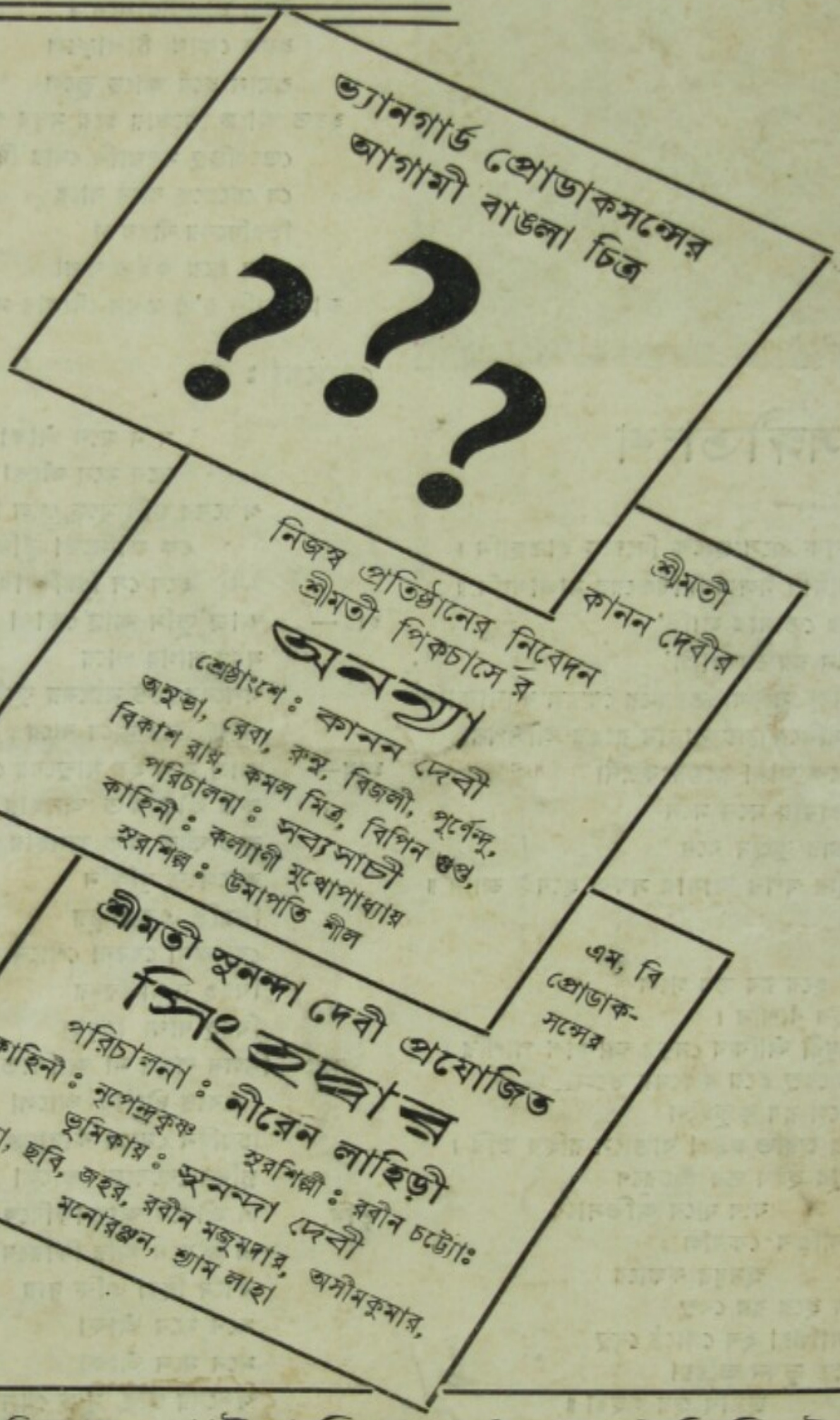

একমাত্র পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড
রূপবাণী বিল্ডিংস্ : ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা